দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 3

146

৩ নাম বৈশাখ, ১৩৯৪

শিক্ষাঙ্গন

রমযানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছুটি

আমরা বরাবর দেখে আসছি, রমযান মাসে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান খোলা থাকলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে রোজার কারণে। এ ছুটিটা উৎসব হিসেবে পালন করা হয়। এই ছুটির পেছনে যুক্তি এই যে, স্কুল-কলেজ ছুটি থাকলে ছাত্র-শিক্ষকরা সুবিধামত রোজা করতে পারবেন। কিন্তু আমার মত হলো স্কুল-কলেজে শিক্ষকরা জ্ঞান দান করেন আর ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞান অর্জন করে। এটা একটা পবিত্র কাজ। রমযানের মত একটা বরকতময় মাসে জ্ঞান দান ও জ্ঞানার্জনের মত একটা পবিত্র ও মঙ্গলজনক কাজকে সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার কি যুক্তি আছে? বড় জোর ক্লাসের সময় সকালের দিকে করা যেতে পারে। আর ক্লাসের সময়টা অন্যান্য সময়ের তুলনায় কম করা যেতে পারে। আর ক্লাসের পড়া যাতে ক্লাসেই তৈরী হয় তারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ছাড়াও শিক্ষকরা এ সময় ছাত্র-ছাত্রীদের রমযানের পবিত্রতা, গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ইত্যাদি ভাল মত শিক্ষা দিতে পারেন।

কিন্তু এ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণ বন্ধ থাকায় ছাত্ররা কিছুটা বল্গাহীন হয়। তারা অনেকে রোজা রাখে ঠিকই কিন্তু পড়াশোনায় তাদের যথেষ্ট ভাটা পড়ে। অনেকে রোজা না রেখে এদিক-সেদিক আড্ডা দেয়। বিশেষ করে, এই বড় দিনের রোজায়। ঈদ বা অন্যান্য পবিত্র দিন ছাড়া রমযানের জন্য এত দীর্ঘ ছুটির ব্যবস্থা অন্যান্য দেশে আছে বলেও আমার মনে হয় না। আমি মনে করি রমযানের ছুটি না রেখে শবেকদর থেকে ঈদ পর্যন্ত কয়েকদিন ছুটি দেয়া যেতে পারে।

সময়ের চলমানতা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচী এমনিতেই অনেক বড় হয়ে গেছে। তার পরও বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন সময় এদেশে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে। যাতে করে বছরের পাঠ্যসূচী কোন মতেই সম্পন্ন হয় না। এ বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা পাঠ্যক্রম সম্পন্ন না হবার কারণে রমযানের ছুটি না নেবার পক্ষেই অভিমত দিয়েছিল। কিন্তু যেহেতু বিধান রয়েছে, সেহেতু তাদের দাবী রক্ষা করা সম্ভব করা হয়নি।

রোজার এই দীর্ঘ ছুটিতে ছাত্ররা একদিকে যেমন পড়াশোনা থেকে দূরে সরে পড়ে অন্যদিকে তেমনি স্কুল খোলার পরে দ্রুত পড়াশোনা শুরু করতেও পারে না। পড়াশোনা আবার মনোযোগ দিতে অনেক সময় লেগে যায়।

আমাদের দেশের শিক্ষার হার যেহেতু অন্যান্য দেশের তুলনায় কম, সেইহেতু শিক্ষার ব্যাপারে কোন মতেই আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। রমযান মাসে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন চলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও তেমনি চলতে পারে। দেশের শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের জন্য সম্প্রতি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। শিক্ষা কমিশনের কাছে একান্ত অনুরোধ, রমযান মাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালানো যায় কি-না তা বিবেচনা করবেন। দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্যই এটা আমাদের করা দরকার।

—মোঃ আজিজুল হক টুকু